157

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 OCT 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

শিক্ষক মস্তানি ঃ বিএম কলেজ স্টাইল

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদের মস্তানি, সন্ত্রাসের কথা এতদিন শুনে এসেছি। এবারে শিক্ষকরা নেমেছেন মস্তানের ভূমিকায়। তাও ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আদায়কৃত টাকার ভাগাভাগি নিয়ে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বরিশাল ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে। এই কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে 'বেসরকারী খাতে' আদায়কৃত ১১ লাখ টাকার ভাগ নিয়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে শিক্ষকদের বচসা হয়। এক পর্যায়ে শিক্ষকরা অধ্যক্ষের অফিস কক্ষের চেয়ার-টেবিল ছুড়ে মারে ও ভাঙচুর করে। আগে নাকি অধ্যক্ষ, পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সদস্য শিক্ষকগণ ও কয়েকজন কর্মচারীর মধ্যে এ অর্থ ভাগাভাগি হয়ে যেতো। এবারে শিক্ষক পরিষদ তথা সকল শিক্ষক টাকার ভাগ চাইলে বিরোধের সূত্রপাত হয়। বিরোধ থেকে বিতন্ডা এবং বিতন্ডা থেকে ভাঙচুর ও হাতাহাতি পর্যন্ত।

সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বিএম কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রথম অপরাধ করেছেন ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে 'বেসরকারি খাতে' অর্থ আদায় করে। দ্বিতীয় অপরাধ হলো সেই অর্থ ভাগাভাগি নিয়ে অধ্যক্ষের কক্ষ ভাঙচুর ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটানো। আর্থিকভাবে অসচ্ছল মফস্বলের কোন বেসরকারি কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে এধরনের 'বেসরকারি খাতে' অর্থ আদায় করলে না হয় তার একটা যুক্তি থাকতে পারে। এসব কলেজে ছাত্র ফি দিয়ে শিক্ষকদের বেতন পরিশোধ করা কঠিন বৈকি। কিন্তু বিএম কলেজের মতো একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ বা শিক্ষকদের বেতন তো সরকারি কোষাগার থেকে দেয়া হয়। কলেজ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ব্যয় যোগায় সরকার। সেক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষ কোন্ এখতিয়ারে ছাত্রদের কাছ থেকে বেসরকারি অর্থ আদায় করলেন? আবার সেই অর্থের ভাগাভাগি নিয়ে শিক্ষকদের মারপিটের ঘটনা কি সুস্থতার লক্ষণ?

ছাত্ররা মস্তানি করলে শিক্ষকরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। প্রয়োজনে অভিযুক্ত ছাত্রকে বহিষ্কারও করতে পারেন। কিন্তু স্বয়ং শিক্ষকরাই যদি মস্তানিতে ষোলআনা কৃতিত্ব দেখান তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাটা নেবে কে? বিএম কলেজের ঘটনাটি কেবল মস্তানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর সঙ্গে সততার প্রশ্নটিও জড়িত। কোন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ বা অধ্যাপকরা কি 'বেসরকারি খাতে' অর্থ আদায়ের নামে ছাত্রদের পকেট কাটার কাজটি করতে পারেন? যে শিক্ষকরা নৈতিকভাবে এতটা নিচে নামতে পারেন সেই শিক্ষকদের কাছে ছাত্ররাই বা কি শিক্ষা নেবে?

বিএম কলেজের ঘটনাটিকে ছোট করে দেখার উপায় নেই। বিষয়টি অবিলম্বে তদন্ত এবং যেসব শিক্ষক মস্তানি এবং বেসরকারি খাতে অর্থ আদায়ের মতো গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।